ডাঃ নীহাররঞ্জন গুপ্তের
ধূপছায়া
এস·এস·চিত্রমন্দির-এর নিবেদন

এস্. এস্. চিত্রমন্দির প্রাঃ লিঃ নিবেদিত

ডাঃ নীহার রঞ্জন গুপ্তের

ধূপছায়া

পরিচালনা ॥ চিত্ত বসু

চিত্রনাট্য ও সহযোগী পরিচালনা ॥ প্রদীপ দাসগুপ্ত

সঙ্গীত পরিচালনা : অমল মুখোপাধ্যায় ॥ চিত্রশিল্পী : সুহৃদ ঘোষ ॥ শব্দযন্ত্রী : বাণী দত্ত সম্পাদনা : অমিয় মুখোপাধ্যায় ॥ শিল্প নির্দ্দেশে : বিজয় বসু ॥ কর্ম সচিব : গোরা গুপ্ত ব্যবস্থাপনা : কানাইলাল হাজরা ॥ গীত রচনা : গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ॥ কণ্ঠ সঙ্গীতে : হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় ॥ রূপ-সজ্জায় : ৺গোষ্ঠ দাস, নৃপেন চট্টোপাধ্যায়

●

॥ সহকারিগণ ॥

পরিচালনায় : স্বদেশ সরকার, উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ চিত্রশিল্পে : সুকুমার শী, কেষ্ট মণ্ডল ॥ সম্পাদনায় : শক্তিপদ রায়, অশোক ঘোষ (বুলু) শব্দযন্ত্রে : হৃষিকেশ ব্যানার্জি ॥ রূপসজ্জায় : পাঁচু মণ্ডল, সরোজ মুনসী শিল্প নির্দ্দেশে : সতীশ মুখার্জি, শান্তি দাস ॥ ব্যবস্থাপনায় : ভগীরথ চক্রবর্ত্তী, যতীন দাস, ইন্দ্রদেও সিন্‌হা ॥ আলোক নিয়ন্ত্রণে : হরেন গাঙ্গুলী, সুধীর সরকার, অভিমন্যু দাস, দুঃখীরাম অধিকারী, সুদর্শন দাস, অবনী নস্কর, সন্তোষ সরকার ॥ পটশিল্পে : বলরাম চট্টোপাধ্যায় সাজসজ্জায় : বৈজু শর্মা, কেদার শর্মা ॥ পরিচয় লিখনে : জিত ষ্টুডিও শব্দ পুনর্যোজনায় : শ্যামসুন্দর ঘোষ ॥ বহির্দৃশ্য শব্দগ্রহণে : অবনী চট্টোপাধ্যায় ॥ ওয়েষ্ট্রেক্স শব্দযন্ত্রে গৃহীত ॥ ক্যালকাটা মুভীটোন (প্রাঃ) লিমিটেড ষ্টুডিওতে আর, সি, এ, শব্দযন্ত্রে গৃহীত ॥ আর, বি, মেহেতার তত্বাবধানে ইণ্ডিয়া ফিল্ম লেবরেটরিজ (প্রাঃ) লিমিটেডে পরিস্ফুটিত।

একমাত্র পরিবেশক ॥ শ্রীজগন্নাথ পিক্‌চার্স (প্রাঃ) লিমিটেড

আমি ভালবেসেছিলাম উমাকে। বিয়ে করেছিলাম কাউকে না জানিয়ে। জীবনে প্রতিষ্ঠার আশায় উমাকে অপেক্ষা করতে বলেছিলাম—কিন্তু হঠাৎ কি যে ঘটে গেল ভাবলে কেমন যেন অবাক লাগে। চোখের সামনে দেখতে পেলাম, বুঝতে পারলাম দিনের পর দিন তিলে তিলে ক্ষয় হয়ে যাচ্ছেন বাবা দেনার হিসাব মেলাতে মেলাতে। বাবার অনুরোধ উপচে পড়েছিলো 'অমিতা—বাবার বন্ধুকন্যাকে বিয়ে করতে হবে। কিন্তু আমি যে অক্ষম, এ কথা জানাতে গিয়ে, সেদিন আমি দুর্বল হয়ে পড়েছিলাম, ছুটে গিয়েছিলাম উমার কাছে—কিন্তু ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাসে আমি তাকে হারিয়েছিলাম—'

মানসিক প্রস্তুতি ছিল না—পরিবেশের নিষ্ঠুর বাঁধনে বাঁধা পড়েছিলাম। বিয়ে করেছিলাম অমিতাকে। তাই অমিতাকে উপেক্ষা করার কোনো অধিকার আমার নেই, সে আমার বিবাহিত স্ত্রী—কিন্তু উমা...সেও তো .....অতীত আর বর্তমানের দ্বন্দ্বে আমি ক্লান্ত......

কোনো নালিশ নিয়ে আমি আসিনি। এ পোড়া মন কাকেই বা নালিশ জানাবে! শকুন্তলার মতো ভাগ্য আমার হারিয়ে গেছে। কিন্তু তার এ স্মৃতি কোথায় রাখবো আমি?

রাজার ছেলেকে মানুষ করার সাহস কোথায় আমার? তাই তাঁর ছেলেকে তাঁরই দরজায় রেখে গিয়েছিলাম।

আবার সংসার-সমুদ্রে নিজেকে ভাসিয়ে ছিলাম। পরের সংসার আপন করে নিতে হয়েছে আমায়। গৌরী আমায় 'বড়মা' বলে কিন্তু আমি যে "মা"! সে ডাক আমার আর শোনা হবেনা। জানিনা এ প্রতীক্ষার অবসান আমার মৃত্যুতে কি না!

সমস্ত মন প্রাণ দিয়ে আমার স্বামীকে আমি বিশ্বাস করেছিলাম। তার মানসিক অস্থিরতা, অসংলগ্ন কথায় কোনদিন সন্দেহ আসেনি মনে। কিন্তু...

সে তখন বিদেশে। গেটের ধারে কুড়িয়ে পেলাম একটি শিশুকে। আর জানতে পারলাম শিমূলতলায় তার প্রথম বিয়ের ঘটনা। তারই সাক্ষ্য বহন করে নিয়ে এসেছিলো এই শিশু। মুহূর্তের জন্য মনে হয়েছিলো ঘর বাঁধার কোনো মূল্য নেই আমার কাছে—কিন্তু সেই নবজাতক........তাকে অবহেলা করতে পারলাম না। বাইশ বছর ধরে তাকে বুকে করে মানুষ করলাম—আজ তার বিয়ের প্রশ্ন উঠেছে ও বলেছে 'একজন পরিচয়হীন ছেলের সমস্ত পরিচয় গোপন করে এ বিয়ে হতে পারেনা।'

আমি কি জবাব দেবো? পরিচয়হীন !!!

আমার যেন সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে!

এ বাড়ীর একমাত্র ছেলে—এতদিন ধরে এ কথাই আমি জানতাম। সেই মন নিয়েই আমি বড় হয়েছি। এ বাড়ীর সব কিছুই আমার মা, বাবা? বাবার সঙ্গে আমার সম্পর্ক কেমন যেন ছাড়া ছাড়া। গৌরীর (গৌরী আমার কলেজে পড়ে, আমরা অনেক কিছুর স্বপ্ন দেখি) বাবা আমার সঙ্গে সারাজীবন ক'টা কথা বলেছেন, আমি গুণে বলে দিতে পারি—

মা আমার বন্ধুর মতো। গৌরীকে আমি বিয়ে করতে চাই শুনে খুশি হয়েছিল মা, অন্ততঃ তাই আমার মনে হয়েছিলো—

কিন্তু মা কাঁদছে কেন? কার চিঠি ওটা? কী আছে লেখা ওতে?

কেষ্টদা আমায় ছোটবেলা থেকে কোলে পিঠে করে মানুষ করেছে। সে আজ একী বললো আমায়, 'আমি .....আমি .....আমার বাবা আমার মার সঙ্গে প্রবঞ্চনা করেছেন ....আমার মা বাইশ বছর আগে শিমূলতলায়.........' না .... না.. ...এর জবাব চাই......আমি...... জবাব আমাকে পেতেই হবে.........

'বড়-মা'ই আমার মা! ছোটবেলায় মাকে হারিয়েছি। তাঁর কথা মনেও নেই আমার !! প্রদীপ M. B. B. S. হয়েছে। ওকে একদিন নিয়ে আসতেই হবে,—বড়-মার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবো—ভেবেছিলাম—প্রদীপের সঙ্গে একদিন না একদিন... কিন্তু এ কী হলো—প্রদীপের সমস্ত শরীর কাঁপছে কেন? কী বলতে চাইছে ও—বাইশ বছর আগে শিমূলতলায় .....!!!

★

★ ★

গান

যে প্রদীপ যায় নিভে
তারে জ্বেলে রাখা কেন?
আনমনে জলে মিছে
আলপনা আঁকা কেন?

ক্ষণতরে শতদলে
শিশিরেরও হাসি জ্বলে
তারই মতো ক্ষণ মোহে
শুধু ভুলে থাকা কেন?

ভেঙে যাবে, জেনে তবু
বালুচরে কেন বাঁধা ঘর
মন কেন যায় ভুলে
আছে ঢেউ, আছে ঝড়॥

রামধনু যদি জাগে
মিছে তারে ভালো লাগে
আলো ভেবে আলেয়ারে
মিছে কাছে ডাকা কেন?

★

ঝর ঝর মিষ্টি সুরে
সারাদিন বৃষ্টি ঝরে
একি দোল ভরায় প্রাণে আজ,

সজল এই বাদল বেলা
কেন যে ভালো লাগে
সে কথা কেউ কি জানে আজ!

নিজেরে নতুন করে এই যে দেখা
মনে হয় আরতো আমি নইগো একা
কি যেন মধুর মধুর ছন্দ আনে
আমার গানে আজ॥

কি দোলায় উঠলো বেজে প্রাণের বীণা
ভাবি আজ আমি ওগো তোমার কিনা;
আঁখিতে অনেক খুশির স্বপ্ন দোলে
মনে মোর কোন ময়ূরী পেখম তোলে
তবু মোর হৃদয় কেন লজ্জা মানে আজ
সে কথা কেউ কি জানে আজ।
ঝর ঝর........

★

এই লগ্‌নে তুমি ওগো বন্ধু আমার
বলো আর কেন দূরে দূরে থাকো
মন ভরা কথা কেন দুটি চোখে
শুধু ভরে রাখো!

কে যেন এ হৃদয়ের লিপিকায়
কবিতার রূপকথা লিখে যায়
তোমারই সে দেওয়া নামে
একবার তুমি মোরে ডাকো॥

দু'চোখের খুশি মোর সুনীল স্বপ্নে ঝরে গগনে
হয়তো এমন করে পাবোনা তোমায় কোন লগনে;

দেখো দেখো তুমি আমি দুজনেই
এক হয়ে মিলে যেন গেছি এই
আজ কথা হারা আলাপনে আবেশের রামধনু আঁকো

★

॥ রূপায়ণে ॥

বিশ্বজিৎ, সন্ধ্যা রায়,

দীপ্তি রায়, অনুভা গুপ্তা, এন, বিশ্বনাথন,
পাহাড়ী সান্যাল, বিপিন গুপ্ত, তরুণকুমার,
অমর মল্লিক, অপর্ণা দেবী, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়,
মাঃ তরুণ, ধীরাজ দাস, শান্তা দেবী,
চণ্ডী দাস, ভানু চট্টোপাধ্যায়,
তমাল লাহিড়ী, জগজ্জ্যোতি ও

ছবি বিশ্বাস

★ ★ ★ ★ ★

॥ কৃতজ্ঞতা স্বীকার ॥

ন্যাশনাল উড ক্র্যাফ্‌ট, গড়িয়াহাট রোড, কলিঃ ॥ ডাঃ সর্বাধিকারী (অধ্যক্ষ মেডিকেল কলেজ), ডাঃ রবীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, নির্মল কুমার আঢ্য, রণজিৎ বিশ্বাস, শৈলেন্দ্র ঘোষাল, মুরারী মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দ ভবন (নরেন্দ্রপুর), মারফি দেবনন্স (প্রাঃ) লিমিটেড, নিউ জয়হিন্দ ইলেকট্রিক্যাল ওয়ার্কস (সুভাষ নন্দন), হস্‌পিটাল এপ্লায়েন্স মানুফ্যাকচারিং কোঃ, চারুএভিনিউ, নব পল্লী সংঘ, মুদীয়ালি পল্লীবাসী, অসীম রায়চৌধুরী, রঞ্জন মজুমদার, মুরারী বাবু ও শচীন্দ্র নাথ বোস (শচীদা)।

●

প্রচার পরিচালনায় ॥ রমেন চৌধুরী ★ স্থির চিত্রগ্রহণে ॥ হেমেন মিত্র

রমেন চৌধুরী কর্তৃক শ্রীজগন্নাথ পিক্‌চার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে
৬১, ধর্মতলা ষ্ট্রীট থেকে প্রকাশিত ও
কিরণ প্রিন্টার্স, হাওড়া থেকে মুদ্রিত।